কয়েকদিনের বৃষ্টিতে নষ্ট আমন ধানের বীজতলা

তুহিন শুভ্র আগুয়ান, পূর্ব মেদিনীপুর ঃ কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে যেভাবে পূর্ব মেদিনীপুরের আমন চাষের জমিতে জল জমেছে তাতে কার্যত মাথায় হাত পড়েছে জেলার আমনচাষিদের। বীজতলা ফেলার মুহূর্ত থেকে এভাবে বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ালে ধান ওঠা পর্যন্ত চাষিরা কতটা লাভবান হবেন সেটাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। গতবছরও ঠিক অনুরূপভাবে বীজতলা ফেলার সময় থেকে বৃষ্টি আমনচাষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জামাইষষ্ঠীর কয়েকদিন পর থেকেই শুরু হয় টানাবৃষ্টি। যার জেরে এখন পর্যন্ত জেলার প্রায় ৫৫ ভাগ আমনজমি জলের তলায় পড়ে রয়েছে। ফলে এবছর ধানের দাম বাড়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রাজ্যে মূলত পৌষ মাসের শুরুর দিকেই চাষিদের বাড়িতে নবান্ন উৎসব হয়। তবে এবছর বীজতলা ফেলার মুহূর্ত থেকেই ৫৫ ভাগ আমনজমি জলের তলায় থাকায় নবান্ন উৎসব নিয়ে অনিশ্চিত চাষিরা। জামাইষষ্ঠীর আগে যেভাবে তীব্র তাপদাহ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল তাতে বৃষ্টির আশায় বুক বাঁধছিলেন জেলার চাষিরা। তবে তাপপ্রবাহের পর যেভাবে এখন আমনজমি জলের তলায় পড়ে রয়েছে তাতে এখন মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের। এই মুহূর্তে আবহাওয়া ঠিক না হলে আরও সমস্যায় পড়বেন চাষিরা। তবে চাষের প্রথম থেকে এমন আবহাওয়া হওয়ায় ঠিক কতটা ধান গোলায় উঠবে তা নিয়ে অনিশ্চিত চাষিরা। কয়েকদিনের নিম্নচাপের বৃষ্টির ফলে এখন পর্যন্ত বহু আমনজমিই জলের তলায় পড়ে রয়েছে। জেলার কৃষি দপ্তরের দাবি, এভাবে প্রথম থেকে বৃষ্টির খামখেয়ালিপনা চলতে থাকলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়বে। বৃষ্টির ফলে শুধু যে ধানচাষের এমন দশা তা নয়। ধানের পাশাপাশি সব্জি ও পানচাষেও ক্ষতির আশঙ্কা করছেন চাষিরা। পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদল, নন্দকুমার, ময়নার চাষিরা জানান, টানা বৃষ্টিতে আমন বীজতলার পাশাপাশি পানচাষেও আমরা ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছি। এখন মাঠে বহু আমন বীজতলারই গোড়ায় পচন দেখা দিচ্ছে। আবহাওয়ার পরিবর্তন না হলে ক্ষতির পরিমাণ ধিরে ধিরে আরও বাড়বে বলে মনে করছেন জেলার কৃষকরা। রাজ্যের মধ্যে সবথেকে বেশি ধানের যোগান দেয় দুই মেদিনীপুর। তবে গতবছর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছিল এই দুই মেদিনীপুরেই। ফলে গত বছর ভিন রাজ্য থেকে ধান আমদানি করতে হয়েছিল। মহিষাদলের এক চাষির কথায়, গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে গাছের গোড়ায় জল জমে গিয়েছে। ফলে আমনতলা জলের তলায় পড়ে রয়েছে। ধানের দাম বাড়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এবিষয়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা মৃণালকান্তি বেরা বলেন, বৃষ্টি তেমনভাবে খুব একটা বেশি হয়নি। আমনধানও এখন পর্যন্ত কোনো রোপণের কাজ শুরু হয়নি। তাই আমনের বীজতলায় খুব অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়েছে। ফলে প্রকৃতিই একমাত্র ভরসা মানুষের। প্রকৃতির উদয় হলেই উদয় হবে এই শস্য শ্যামলা গ্রাম বাংলার। আর হাসি ফুটবে বাংলার আমনচাষিদের।

চিকিৎসক দিবসে ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ মেদিনীপুর শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের ক্লাব সমন্বয় কমিটির উদ্যোগে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের স্মৃতিতে রবিবার চিকিৎসক দিবসে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক, সিবিএসই, আইসিএসই বোর্ডের পরীক্ষায় ওয়ার্ডের সফল শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয় সমাজবাড়ি মাঠে, এলাকার মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও সিবিএসই, আইসিএসই বোর্ডের পরীক্ষায় পাশ করা দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে সম্বর্ধনা জানানো হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করে শোল-বিটস্ অ্যাকাডেমির ছাত্রছাত্রীরা। এরমধ্যে বিশেষ নজর কাড়ে শিশু শিল্পী অন্বেষা পালের নৃত্য। ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রজনীকান্ত দোলই, রবীন্দ্র গবেষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিবেকানন্দ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক নির্মলেন্দু দে, বিশিষ্ট সমাজসেবী বরুণ বিকাশ দে, ভারত সেবাশ্রম সংঘের মিলনানন্দজী মহারাজ, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ সব্যসাচী রায়, আইনজীবী অলক কুমার দাস, প্রধান শিক্ষক অরূপ ভূঞ্যা, শিক্ষাব্রতী কৃষ্ণপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শিক্ষাব্রতী অশোক কুমার নায়েক-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা বিশিষ্ট সমাজসেবী বরুণ বিকাশ দে-র আহ্বানে এলাকার ১৬টি ক্লাবের যৌথ প্রচেষ্টায় এই অনুষ্ঠান সাফল্য মন্ডিত হয়। অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন এলাকার অসংখ্য শিক্ষানুরাগী ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজন।

গোটা অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন মেদিনীপুরের উদীয়মান তরুণ সঞ্চালক অর্ণব বেরা। অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানান, অনুষ্ঠানের মূল কান্ডারী বরুণ বিকাশ দে।

বাসে অর্ধেক ভাড়া না নেওয়ায় বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর ঃ পড়ুয়াদের বাসে অর্ধেক ভাড়া নিতে হবে-এই মর্মে নির্দেশ জারি করে পরিবহন দপ্তর। কিন্তু তা মানা হচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। অভিযোগ, বাসে উঠে পরিচয় পত্র দেখালেও অর্ধেক ভাড়া নিতে অস্বীকার করছে বেসরকারি বাসগুলি। বেলদা, কেশিয়াড়ি, দাঁতন-সহ জেলার বিভিন্ন জায়গার চিত্র একই। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে পড়ুয়া-সহ ছাত্রছাত্রী যাত্রী কমিটির মধ্যে। বাস মালিকদের বিরুদ্ধে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকিও দিচ্ছেন। কাঁথি থেকে কয়েকজন পরীক্ষার্থী বেলদা ফেরার সময় দীঘা, মেদিনীপুর রুটের বাস ছাত্রদের অর্ধেক ভাড়া না নিয়ে দুর্ব্যবহার করে। এদিন সন্ধ্যায় বাসটি বেলদা ঢুকলে ছাত্রছাত্রী যাত্রী কমিটি ও ছাত্ররা বিক্ষোভ দেখায়। দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা হয় বাসটিকে। অর্ধেক ভাড়া নেওয়ার কথা জানানো হয়। প্রথমে না নিতে চাইলেও পরে পাঁচজন কলেজ পড়ুয়ার কাছ থেকে নেওয়া ভাড়া ফেরত দেয় নির্দিষ্ট বাসটি। বাসের কন্ডাক্টর-সহ বাস মালিক ছাত্রছাত্রীদের প্রমাণ দেখে জেলা পরিবহন দপ্তরের নির্দেশ মতো অর্ধেক ভাড়া নেওয়া হবে বলে চাপের মুখে স্বীকার করেন।

নাবালিকার বিয়ে নিয়ে উদ্বেগে প্রশাসন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্যে প্রাণপাত করেছেন বিদ্যাসাগর। সেই জেলায় নাবালিকার বিয়ের পরিসংখ্যান বেশ উদ্বেগের। জানতে পেরে কখনও প্রশাসন আটকাতে সমর্থ হয়। আবার অগোচরে অনেক নাবালিকার বিয়েও দিচ্ছে পরিবার। নারায়ণগড় ব্লকে যেন তার সংখ্যাটা অনেক বেশি। শুক্রবারের পর সোমবার আবারও নাবালিকার বিয়ের আয়োজন। আর সেই বিয়ে আটকাতে উদ্যোগ নিতে হল নারায়ণগড় প্রশাসনকে। সোমবার বিয়ের আয়োজন ছিল বেলদা থানা এলাকার এক কিশোরীর। সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পেরে নারায়ণগড় বিডিও ও বেলদা থানার পুলিশ কিশোরীর পরিবারকে অফিসে ডেকে পাঠায় রবিবার রাতে। কিশোরীর বাবা স্বীকার করে নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কথা। মেয়ের বয়স সংক্রান্ত নথি চায় প্রশাসন। দেখাতে পারেনি পরিবার। সোমবার সকালে বয়সের নথি দেখে চক্ষু চড়ক গাছ প্রশাসনের। মেয়েটির বয়স এগারো বছর। সচেতন করা হয়। দীর্ঘ এক ঘন্টা ধরে নাবালিকার পরিবারকে বোঝানো হয়। আটারো বছরের আগে মেয়ের বিয়ে নয় এই মর্মে পরিবারের কাছ থেকে মুচলেকাও লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। গত শুক্রবার এক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দেয় প্রশাসন। নারায়ণগড় ব্লকে নাবালিকার বিয়ে নিয়ে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে প্রশাসন। বিগত ছয়মাসে নাবালিকার বিয়ে আটকানোর পরিসংখ্যানটা নেহাত কম নয়।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বেলদা ঃ গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেফতার হল এক ব্যক্তি। বেলদা থানা এলাকার ঘটনা। গত ১৪ জুন শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটে। রবিবার সন্ধ্যায় বেলদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন গৃহবধূ। অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহবধূর পিসতুতো ভাই লক্ষ্মীকান্ত দাসকে সোমবার সকালে গ্রেফতার করে বেলদা থানার পুলিশ। এদিন তাকে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয়। জানা গিয়েছে, গৃহবধূর স্বামী কাজের জন্য বাইরে থাকেন। সেই সুযোগে গত ১৪ জুন দুপুরে বাড়িতে ঢুকে গৃহবধূর সঙ্গে খারাপ আচরণ করে ওই ব্যক্তি। আদালত অভিযুক্তকে দুদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পাঁশকুড়ার সমর্পণ গে ওয়ার্ল্ডে তৃতীয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়ার যুবক সমর্পণ মাইতি মিস্টার গে ওয়ার্ল্ড ২০১৮ তে সেকেন্ড রানার আপ হলেন। সাউথ আফ্রিকাতে অনুষ্ঠিত ওই প্রতিযোগিতায় সাক্ষাৎকার পর্বটি সবথেকে কঠিন ছিল বলে জানিয়েছেন সমর্পণ। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি লাজুক স্বভাবের হয়েও কীভাবে লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার কুইরপজিটিভ কমিউনিটির বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যেতে সক্ষম হলেন? এর জবাবে সমর্পণ বলেন, আমি স্পষ্টবক্তা নই। কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় আমি কথা বলি। মূলত একজন লিডারের যে গুণগুলি থাকা দরকার আমার মধ্যে সেগুলি রয়েছে। লেসবিয়ান গে বাইসেক্সুয়াল ট্রান্সজেন্ডার কুইর পজিটিভ সম্প্রদায়ের মানুষদের লিড করার ক্ষমতা রয়েছে আমার মধ্যে। এইডস নিয়েও বেশ কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়েছিল তাঁকে। আর সব প্রশ্নের উত্তরে জুরি মেম্বাররা মুগ্ধ হয়েছিলেন বলে জানান তিনি। সোশ্যাল ওয়ার্ক নিয়েও বেশ কয়েকটি টাস্ক দেওয়া হয় তাঁকে। সে বিষয়ে তিনি বলেন, দাবানলে একটি জঙ্গল পুরো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আমি সেই জঙ্গলটিকে সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য বেশ কয়েকটি পদ্ধতি বলেছি। যা কাজে এসেছে। নিজের বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, পাঁশকুড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা সহজ কাজ ছিল না। যদিও আমি যে সংস্থায় গবেষণা করছি সেখানকার সহকর্মীরা আমার যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সমর্পণের মা সুষমা মাইতি একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা।

ওই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে তিনিও যে সমর্থন করেছেন তাও জানান সমর্পণ। ২৯ বছর বয়সি ওই যুবক বর্তমানে ক্যানসার নিয়ে রিসার্চ করছেন। সাউথ আফ্রিকার কানাস্কাতে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতাটি। গোটা বিশ্ব থেকে মোট ১৮ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার যুবক জর্ডন ক্রুনো এবং প্রথম রানার আপের শিরোপা জিতেছেন নিউজিল্যান্ডের যুবক রিকি ডিভাইন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে মুম্বইতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মিস্টার গে ওয়ার্ল্ড ইন্ডিয়া। সেখানে জয়ী হন সমর্পণ।

৬ ব্লক সভাপতি পরিবর্তন ঝাড়গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় সংগঠনকে মজবুত করার লক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম জেলার আটটি ব্লকের মধ্যে ছটি ব্লকের ব্লক সভাপতিদের সরিয়ে নতুন ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হল। সোমবার কলকাতায় রাজ্য নেতৃত্বদের উপস্থিতিতে নতুন তৃণমূল ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। তৃণমূলের দলীয় তরফে জানানো হয়েছে যেসব ব্লক সভাপতিদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের দলের কোর কমিটিতে আনা হবে। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূলের মহাসচিব, শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় দলের ফলাফল নিয়ে একাধিকবার ঝাড়গ্রাম জেলার নেতৃত্বদের সাথে বৈঠক করেছিলেন। সেই সব বৈঠকে আভাস ছিল যুবকদের সামনের সারিতে আনার। এদিন পুরাতনদের সরিয়ে নতুনদের আনা হয়েছে। তৃণমূলের ঝাড়গ্রাম জেলা সভাপতি অজিত মাইতি এদিন জানিয়েছেন ঝাড়গ্রামের ছটি ব্লকের সভাপতিদের সরানো হয়েছে। নয়াগ্রাম ব্লক সভাপতির নাম ঘোষণা করা হয়নি। বিনপুর এক ব্লকে করা হয়েছে শ্যামল মাহাতকে, বিনপুর দুই ব্লকে বুবাই মাহাতো, জামবনি ব্লকে নিশিথ মাহাতো, সাঁকরাইল ব্লকে সোমনাথ মহাপাত্র এবং ঝাড়গ্রাম ব্লকে রবীন্দ্রনাথ মাহাতো ব্লক সভাপতি করা হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠন শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই বদল। তবে যাঁরা সরলেন তাদের কোর কমিটিতে আনা হবে। সবাইকে একযোগে দলের স্বার্থে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছে দল। দলের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে ছটি ব্লকে বিজেপি অনেকগুলি গ্রামপঞ্চায়েত দখল করছে। বেলপাহাড়িতে আদিবাসীদের সমন্বয় মঞ্চ দুটি গ্রামপঞ্চায়েত দখল করেছে। এছাড়াও সারা জেলায় বিজেপি ২৪টি গ্রামপঞ্চায়েত, ২টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং তিনটি জেলাপরিষদের আসন দখল করেছে। তবে উল্লেখযোগ্যভাবে গোপীবল্লভপুর এক ব্লকের সব কটি গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং দুটি জেলাপরিষদের আসনই বিজেপি দখল করলেও এখানে বদল হয়নি। উল্লেখ্য, বিনপুর ১ ব্লকের সভাপতি বনবিহারী রায় আগেই পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে দলের কাছে লিখিত আর্জি জানিয়েছিলেন।

সংখ্যালঘুদের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোলাঘাট ঃ সোমবার সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট ব্লক কমিটি সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প নিয়ে কোলাঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানব কুমার সামন্তর সঙ্গে আলোচনা করলো। সভাপতি মানব কুমার সামন্ত বলেন, সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কোলাঘাট ব্লকে যে দুই কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দ করেছে তা সংখ্যালঘু এলাকায় খরচ করা হবে। এছাড়াও আরো একটি মার্কেটিং হাব তৈরি করা হবে জগাড় বাস ইস্টার্ন সংলগ্ন এলাকায়। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সেখ ফজলুর রহমান ব্লক সভাপতি মোজাফফর আলি খান সম্পাদক সেখ আসলাম আলি জেলা সদস্য সেখ হাজি সৈয়ার ইসলাম সাহেব সেখ সাজাহান-সহ অন্যান্য সদস্যগণ।

শিশু সুরক্ষা নিয়ে যৌথ উদ্যোগে সেমিনার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ ভাজাচাউলি গ্রামপঞ্চায়েত, পরিহরা হাইস্কুল এবং কাঁথির কাজলা জনকল্যাণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে সুসংহত শিশু সুরক্ষা, বাল্য বিবাহ রোধ, শিশু পাচার রোধ-সহ নানা বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল সোমবার। কাঁথি ৩ নং ব্লকের পরিহরা শশিভূষণ হাইস্কুলের সভাকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিশু সুরক্ষা, শিশু পাচার, নাবালিকা বিয়ে রোধ বিষয়ে একদিনের আলোচনা সভা হয়। কাঁথি ৩ নং ব্লকের বিদায়ী সভাপতি বিকাশচন্দ্র বেজ বলেন, শিশুরাই আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের সুরক্ষিত রাখতে হবে। ভারত সরকার শিশুদের সাহায্যার্থে ১০৯৮ টোল ফ্রি নাম্বার চালু করেছে। তিনি আরও বলেন, মেয়েদের আঠারো বছর ও ছেলেদের একুশ বছরের নীচে বিয়ে দেওয়া আইনি অপরাধ। প্রত্যেককে সচেতন হতে হবে। এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ভাজাচাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিদায়ী উপপ্রধান ও নবনির্বাচিত জেলা পরিষদ সদস্য নন্দদুলাল মাইতি, ভাজাচাউলি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশু সুরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নীলকমল ঘোড়াই, পরিহরা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নরহরি প্রধান, কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সুপার ভাইজার কমল মাইতি, চাইল্ড লাইন পূর্ব মেদিনীপুর মাখন দত্ত প্রমুখ।